ঝিনাইদহের এক সময়ের খরোস্রোতা বেগবতী এখন মরা খাল

ঝিনাইদহ জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত বেগবতী নদীটি নাব্যতা হারিয়ে এখন মরা খালে পরিনত হয়েছে। বিশেষ করে জেলার প্রতিটা জায়গায়ই এই নদীটি প্রভাবশালীদের অবৈধ দখল ও দূষণের কারনে ভরাট হয়ে একেবারেই সংকুচিত হয়ে গেছে।

আজ থেকে ২৫-৩০ বছর আগেও বেগবতী নদীতে পানি থাকতো ভরপুর। ফরিদপুরসহ দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নদী পথে দানব আকৃতির লঞ্চ, ষ্টিমার ও বড় বড় নৌকা নিয়ে ঝিনাইদহ সহ কালীগঞ্জ অঞ্চলে ধান, পাট ক্রয় করতে আসতো ব্যাপারীরা। ধানের বিনিময়ে কুমার সম্প্রদায়ের লোকজন আসতো মৃৎ শিল্পের হাড়ি পাতিলসহ বিভিন্ন বাসন কোষন বিক্রয় করতে। নদির দু’পাড়ের জেলে, বাগদি সম্প্রদায়ের লোকজন সারা বছর বেগবতী নদীতে মাছ ধরে এলাকার বিভিন্ন বাজারে বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতো।

মাছ কিনে খাওয়া লাগতো না নদীর পাড়ের কৃষকদের। নদীর মাছ দিয়েই তাদের পূরো বছর চলে যেত সাথে পূরণ হতো আমিষের চাহিদা। বর্তমান নদীতে বড় বড় নৌকা তো দূরের কথা নদীর অনেক স্থান শুকিয়ে গিয়ে আবাদি জমিতে পরিনত হয়েছে। এই নদীর মধ্যে চাষ হচ্ছে ফসলসহ বিভিন্ন ধরনের সবজি। এক সময়ের খরস্রোতের বেগবতী নদীর পানির এতোটাই বেগ ছিল যে, এই নদীর পানির গতিসম্পন্ন বেগের জন্য এই নদীর নাম বেগবতী করা হয়েছিল।

বেগবতী নদীটি মুলত দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চুয়াডাঙ্গার মাথাভাঙা নদী থেকে শুরু হয়ে ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের বিলাঞ্চল হয়ে মাগুরা জেলার একটি নদীতে মিশেছে। অতঃপর এই নদীর জলধারা কবাই, হানুয়া, আঙ্গারিয়া, মুরাদিয়া, বিষয়খালী, নলডাঙ্গা বাজারের পাশদিয়ে কালীগঞ্জ উপজেলার জামাল ইউনিয়নের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কোলা বাজারের বড় রায়সা গ্রামের পাশ অতিক্রম করে মাগুরা জেলার সদর উপজেলার রাঘবদাইড় ইউনিয়ন পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে ফটকি নদীতে নিপাতিত হয়েছে।

বেগবতী নদীর দৈর্ঘ্য ৫৩ কিলোমিটার, গড় প্রস্থ ৩২ মিটার এবং

এবং খনন কার্যক্রম শুরু হবে। তবে কতোদিনের মধ্যে হবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারেননি এই কর্মকর্তা।

শত্রুতার জেরে ঝিনাইদহে এক যুবকের হাত পাঁ ভেঙ্গে দিয়েছে প্রতিপক্ষরা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার দোগাছী ইউনিয়নের কলামনখালী বাজারে আজ মঙ্গলবার সকালে প্রতিপক্ষের হামলায় জুয়েল বিশ্বাস (৪৫) নামের এক যুবক আহত হয়েছে। আহত যুবক জুয়েল বিশ্বাস তালতলা হরিপুর গ্রামের মৃত লিয়াকত আলীর ছেলে।

আহত জুয়েলের ভাই আহম্মদ বিশ্বাস জানান, পূর্বশত্রুতার জের ধরে তালতলা হরিপুর গ্রামের প্রতিপক্ষ মাহবুব, আব্দুল্লাহ, রাজা, নাজমুল ও আলম হোসেনসহ আরো অনেকে আমার ভাই জুয়েল বিশ্বাসকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাতুড়ী, রড, হকষ্টিক ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে বেধড়ক পিটিয়ে মারাত্মক ভাবে আহত করে। এসময় তার মাথায় গুরুতর আঘাত করা হয়েছে, হাত ও দুই পাঁ ভেঙ্গে দিয়েছে।

পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে জরুরী বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক জুয়েলের অবস্থা আশংঙ্কা জনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকাতে রেফার্ড করে।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দীন জানান, সদর উপজেলার দোগাছী ইউনিয়নের কলমনখালী বাজারে প্রতিপক্ষের হামলার ঘটনা শুনেছি। জুয়েল বিশ্বাস নামের এক যুবক আহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ১ হাজার পরিবার মাঝে চাউল বিতরণ

পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে ঝিনাইদহে ১ হাজার পরিবারের মাঝে চাউল বিতরণ শুরু করা হয়েছে।আজ মঙ্গলবার (১২ মার্চ) সকালে শহরের আরাপপুর মসজিদ পাড়া এলাকাতে সুফিয়া কাসেম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এ চাউল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দীন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হান, সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, সুফিয়া কাশেম ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক মঞ্জুর হাসান মাসুদ ও অর্ণব ইবনে হাসান।

নেক্সাস মোটরস এর অর্থায়নে সুফিয়া কাসেম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শহরের পৌর এলাকার ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডসহ বিভিন্ন এলাকার ১ হাজার হতদরিদ্র মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী হিসাবে ২৫ কেজি করে চাউল বিতরণ করা হচ্ছে। আগামী এক সপ্তাহ এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হবে। এছাড়াও প্রতি ৩ মাস পরপর ফ্যামিলি কার্ড ধারী ১ হাজার হতদরিদ্র পরিবারের মাঝে ২৫ কেজি চাউল দেওয়া হয়। চাউল পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন হতদরিদ্র মানুষেরা।

ঝিনাইদহে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত

“দুর্যোগ প্রস্তুতিতে লড়বো, স্মার্ট সোনার বাংলা গড়বো” এ শ্লোগানে ঝিনাইদহে জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস পালিত হয়েছে গতকাল শহরের ওয়াজির আলী স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে জেলা প্রশাসন।

জেলা প্রশাসক এস. এম. রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক রথীন্দ্র নাথ রায়, সহকারী কমিশনার

তারেক আজিজ, সদর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা নিউটন বাইন, জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের উপ-সহকারী পরিচালক মোহাঃ আব্দুল সালাম সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

পরে জেলা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মহড়া প্রদর্শন করা হয়।

ঝিনাইদহে বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

ঝিনাইদহে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ প্রতিদিনের ১৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপন করা হয়েছে। রোববার (১০ মার্চ) সকালে প্রেসক্লাবের সামনে থেকে একটি বণার্ঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আবার সেখানে গিয়ে শেষ হয়। পরে প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় প্রেসক্লাবের সভাপতি এম রায়হানের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সম্পাদক কেএম সালেহ’র সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার মোঃ আজিম-উল-আহসান (বিপিএম-সেবা)।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে.এম রশীদুল আলম রশীদ, শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রেজাউল ইসলাম রাজু, সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আরতি দত্ত, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন উদ্দিন, প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ, প্রবীন সাংবাদিক বিমল কুমার সাহা, সিনিয়র সাংবাদিক এম সাইফুল মাবুদ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজটোয়েন্টিফোরের জেলা প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমিন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান বলেন, বাংলাদেশ প্রতিদিন একটি আলোকবর্তিকা। যার মাধ্যমে মানুষ, সমাজ ও দেশ

আলোকিত হচ্ছে। দেশের এই শীর্ষ দৈনিকটি শুধু সংবাদ পরিবেশন করেই দায়িত্ব শেষ করে না, সমাজ উন্নয়নে নানা ধরনের ভূমিকা রেখে চলেছে। একটি পত্রিকা যে সমাজের সব শ্রেনীর মানুষের নির্ভতার জায়গা হতে পারে, তা বাংলাদেশ প্রতিদিন প্রমাণ করেছে।

এছাড়া এই পত্রিকাটি বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করে সকল শ্রেনী পেশার মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে। পাঠকনন্দিত এই পত্রিকাটি আগামী দিনে আরো সমৃদ্ধি লাভ করবে বলে আমি প্রত্যাশা করি। আলোচনা সভা শেষে কেক কাটা হয়।

ঝিনাইদহে দুই দিনব্যাপী নাট্য কর্মশালার উদ্বোধন

‘সম্মুখে ছুটেছি বাঁধাহীন হয়ে, যুগের পৃষ্ঠে একেছি আমরা বিজয়ের পদচিহ্ন’ এ শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহে শুরু হয়েছে ২ দিনব্যাপী নাট্য কর্মশালা।

ঝিনাইদহের অংকুর নাট্য একাডেমীর আয়োজনে রোববার দুপুরে শহরের কুইন ফ্রেশক্যাফে মিলনায়তনে এ কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়।

অংকুর নাট্য একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক নাজিম উদ্দিন জুলিয়াস’র পরিচালনায় আজীবন সদস্য জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ফয়সাল আহমেদ।

বিশেষ অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি এম রবিউল ইসলাম রবি, সুলতান আল একরাম, সহ-সাধারণ সম্পাদক কে এম সালেহ, দপ্তর সম্পাদক শাহানুর আলম, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক লোটাস রহমান সোহাগ, প্রচার সম্পাদক সাদ্দাম হোসেন, প্রেসক্লাবের সদস্য কাজী আলী আহম্মেদ লিকু, জাফর উদ্দিন রাজু, বসির আহমেদ।

আয়োজকরা জানায়, ২ দিনব্যাপী এই আয়োজনে ঝিনাইদহের বিভিন্ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২৫ জন শিক্ষার্থীকে অভিনয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদাণ করা হবে। প্রশিক্ষণ প্রদাণ করবেন নাট্যকার ও নিদের্শক এইচ আর অনিকসহ স্থানীয় নাট্যজনরা।

ঝিনাইদহের শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠান

ঝিনাইদহের শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অনুষ্ঠিত হয়েছে নবীন বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আজ রোববার সকালে সদর উপজেলার মধুপুরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটিতে এ উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

কলেজ অধ্যক্ষ প্রকৌশলী ফিরোজ খন্দকার’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল। সেসময় উপস্থিত ছিলেন পোড়াহাটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম হিরন, জেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি আক্কাচ আলী, কালীচরণপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলমসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবের্ষর শিক্ষার্থীদের বরণ করে নেওয়া হয়। পরে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

হরিণাকুণ্ডু সালেহা বেগম মহিলা

ডিগ্রি কলেজে নবীন বরণ অনুষ্ঠান

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের ছাত্রীদের নবীন বরণ, বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৯মার্চ) দুপুরে কলেজ মাঠে এই নবীন বরণ , ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ মোক্তার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ-২ আসনের সংসদ সদস্য নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আক্তার হোসেন, হরিণাকুণ্ডু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জিয়াউর রহমান, ৬নং ফলসী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ্যাড. বজলুর রহমান, ৪নং দৌলতপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কালাম আজাদ, ৭নং রঘুনাথপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বসির উদ্দীন, কলেজ পরিচালনা পরিষদের সদস্য বদিউল আলম, আসমত আলীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। নবীন বরণ শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার তুলেদেন প্রধান অতিথি নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল এমপি।

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় জাল সনদে একযুগ ধরে চাকরি!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের শিক্ষক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে জাল সনদ দিয়ে চাকরি করার সত্যতা মিলেছে। একটি শক্তিশালী বলয়ের নেপথ্য ইশারা আর টাকার দাপটে বছরে পর বছর ভূয়া তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন বলে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ পড়েছে ওই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমানের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ

বরাবরই দায়সাড়া বক্তব্য দিয়ে এড়িয়ে যেতে চান ।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ২০১১ সালের ২৩ অক্টোবর উপজেলার গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমান সহকারি শিক্ষক হিসাবে চাকরিতে যোগদান করে বর্তমান প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। একই দিন নিয়োগ লাভ করেন সহকারি শিক্ষক মো: জাহাঙ্গীর হোসেন। চাকুরিবিধি আর সময়ের প্রয়োজনে বিপত্তি বাসা বাঁধে জাহাঙ্গীর হোসেনের গণিত বিষয়ের জাল নিবন্ধন সনদ নিয়ে। তিনি প্রভাব খাঁটিয়ে ৯০০১০৭৩২/২০০৯ নম্বর রেজিষ্ট্রেশনের সনদটি নিয়োগবোর্ডে দাখিল করেন যার রোল-৩১২১১৫০৮, সিরিয়াল নং-৯০৯৩৫২। উক্ত রোল-রেজিষ্ট্রেশনকৃত সনদটি ভুয়া বলেই অফিস তালিকায় লিপিবদ্ধ নাই।

এ বিষয়ে অভিযোগ পড়ায় সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে কয়েক দফা তদন্ত করে শিক্ষক জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে জাল সনদের সত্যতা মেলে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ শৈলকুপা তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহম্মেদ খান ও প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমানকে উক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে মামলার নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু তদন্ত প্রতিবেদন ও অফিস আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গলী দেখিয়ে আজও বহাল তবিয়তে চাকরিতে আছেন শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেন।

গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিবরনীতে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর হোসেন ১৯৮২ সালের ১২ আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করে ১৯৯৭ সালে এসএসসি, ১৯৯৯ সালে এইচএসসি ও ২০০৩ সালে গণিত বিভাগে ৩য় শ্রেণী প্রাপ্ত হয়ে স্নাতক পাশ করে ২০০৪ সালের ১/১১ তারিখে যোগদান দেখানো হয়েছে, যা জালিয়াতির ভয়াবহ নিদর্শন। মূলত ২০০৪ সালের ২৮ অক্টোবর নিয়োগ বোর্ডের রেজুলেশন পর্যালোচনা ও তৎকালীন নিয়োগ কমিটির সভাপতি সাবেক এমপি আব্দুল ওহাব এবং কমিটির অন্যান্য সদ্যদের সাথে কথা বলে জানা যায়, সহকারি প্রধান শিক্ষক পদে ১৫ জন, সহকারি শিক্ষক পদে ৪৯ জন, হিন্দু শিক্ষক পণ্ডিত পদে ৪ জন, সহকারি গ্রন্থাগারিক পদে ৯ জন, দপ্তরি পদে ৫ জন ও নৈশ প্রহরী পদে ৪ প্রার্থী চাকরির আবেদন করেন। যার মধ্যে বর্তমান শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেনের নাম কিংবা আবেদন ছিলনা এমনকি ২০০৪ সালে নিয়োগকৃত কেউ সে সময় জাহাঙ্গীরকে স্কুল আঙ্গিনায় দেখেছেন বলে বলতে পারেন নাই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক বলেন শুধুমাত্র জাল নিন্ধনের গল্প ঢাকতেই রেজুলেশন জোড়াতালি দিয়ে প্রধান শিক্ষক ও একটি শক্তিশালীয় সিণ্ডিকেট বাণিজ্য করে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা

চালাচ্ছেন। তারা আরো জানান ২০১১ সালে বর্তমান প্রধান শিক্ষকের নিয়োগ বোর্ডের রেজুলেশনের দিনই জাহাঙ্গীর হোসেন নিয়োগ পান। পরবর্তিতে ২০০৯ সালের গণিত বিষয়ের জাল শিক্ষক নিবন্ধন ধামাচাপা দিতে ভূয়া রেজুলেশনের মাধ্যমে ২০০৪ সালের নিয়োগ দেখানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বর্তমান তথ্য ছকের চাহিদা পূরন করে চাকুরী বাঁচাতে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন একটি সংজ্ঞবদ্ধ চক্র। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে বিষয়টি জেলা শিক্ষা অফিসের পরিদর্শক মো: পলাশ, তৎকালীন শিক্ষা কর্মকর্তা শামীম আহম্মেদ ও বর্তমান প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমান সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। ২০০৪ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত শিক্ষক হাজিরা খাতা, ২০০৪ ও ২০১১ সালের নিয়োগ বোর্ডের রেজুলেশন তদন্ত করলেই অভিযোগের প্রকৃত সত্যতা বেরিয়ে আসবে বলে গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাধিক সদস্য এবং এলাকার সুধিমহল মনে করেন।

অপরদিকে প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দাখিলকৃত ২০১১ সালের ১১ অক্টোবর তারিখের কাগজপত্র অনুযায়ী তৎকালীন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসএম ছায়েদুর রহমান স্বাক্ষরিত এমপিওভুক্তির আদেশ হয়। এ আদেশেও প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমান ও সহকারি শিক্ষক জাহাঙ্গীর হোসেনের নাম প্রেরণ করা হয়। প্রেরিত স্মারক নং-জেশিঅঝি ১৩৪৬, তারিখ ১৩/১১/১১ ইং। সে চিঠিতে গণিত বিষয়ের সহকারি শিক্ষকের যোগ্যতায় জাহাঙ্গীর হোসেন ১৯৮২ সালের ১২ আগষ্ট জন্ম গ্রহণ করে ১৯৯৭ সালে এসএসসি-১ম, ১৯৯৯ সালে এইচএসসি-২য়, ২০০৫ সালে বিএসসি (সম্মান) ৩য়, বিএড-২য় ২০০৮ নিবন্ধন রোল নং-৩১২১১৫০৮ ব্যাংক হিসাব ৮৪৮১ সোনালী ব্যাংক গাড়াগঞ্জ শাখা শৈলকুপা দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ঝিনাইদহ জেলা থেকে ২০০৯ সালে যে ৩০ জন শিক্ষক গণিত বিষয়ে নিবন্ধন সনদ গ্রহণ করেছেন সেখানেও নাম নেই জাহাঙ্গীর হোসেনের। জাল সনদের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক অনেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ হলেও গাড়াগঞ্জ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এর ব্যতিক্রম। কর্তৃপক্ষের আদেশ উপেক্ষা করে কেন মামলা না করে ভূয়া তথ্যছক প্রেরণ করেছেন এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান শিক্ষক মখলেছুর রহমান বলেন, জাহাঙ্গীর হোসেনের দাবি তার নিয়োগ ২০০৪ সালে। জালিয়াতি কাগজপত্র প্রেরণের এক প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে তিনি মোবাইল ফোন অফ করে দেন।

বিষয়টি নিয়ে শৈলকুপা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা(ভারপ্রাপ্ত) সুলতান আলী জানান, অনেক পূর্বের ঘটনা লোকমুখে শুনেছি তবে বিস্তারিত জানা নেই, তিনি নতুন এসেছেন অভিযোগ আসলে তদন্ত করা যাবে।

[redacted]

[redacted]